মুজিবনগরে মুক্তিযোদ্ধাদের যাচাই বাছাই শুরু

মেহেরপুরের মুজিবনগরে আবেদনকৃত সকল মুক্তিযোদ্ধাদের যাচাই-বাছাই শুরু হয়েছে। সোমবার সকাল থেকে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে যাচাই-বাছাই কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

প্রথম দিনে দারিয়াপুর ইউনিয়নের মোট ২৪ জনের সকল কাগজপত্র ও সরাসরি সাক্ষাতকার নেওয়া হয়েছে।

সকলের সাক্ষাতকার নেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী।

পর্যায়ক্রমে উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে আবেদনকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের যাচাই-বাছাই চলবে।

মেপ্র/ আরপি

হরিণাকুণ্ডুতে আইন শৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস নাশকতা প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলায় মাদক, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, নারী ও শিশু নির্যাতন বিষয়ে আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্টিত হয়েছে। গত সোমবার হরিণাকুণ্ডু উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে এ সভার আয়োজন করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সৈয়দা নাফিস সুলতানার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসাইন, ভুমি কর্মকর্তা অনিমেষ বিশ্বাস, হরিনাকুন্ডু থানা অফিসার ইনচার্জ আছাদুজ্জামান, ভাইস চেয়ারম্যান, শহিদুল

ইসলাম (শিলু), কৃষি অফিসার আরশেদ আলী চৌধুরী, সমাজসেবা অফিসার মোহাম্মদ হোসেন খাঁন, উপজেলা পঃপঃ কর্মকর্তা ডা. জামিনুর রশিদ সহ বিভিন্ন দপ্তর প্রধান, ফলসী ইউপি চেয়ারম্যার ফজলুর রহমান সহ বিভিন্ন ইউপি চেয়ারম্যান বৃন্দ, প্রেসক্লাব সভাপতি এম.সাইফুজ্জামান তাজু প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে আলোচকবৃন্দ বলেন, সমাজ থেকে মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও নারী ও শিশু নির্যাতন, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে একাত্বকতা ঘোষণা করেন এবং উপস্থিত সকলে এমন অপরাধ কে না বলি এই মর্মে অঙ্গীকার করেন।

মেপ্র/ আরপি

সাড়ে ৩ বছরের শিশু রাজাকারের তালিকায়!

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর রাজাকারের তালিকায় মুক্তিযোদ্ধাসহ ৭ ব্যক্তির নাম অন্তর্ভূক্ত করার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে উপজেলার সাফদারপুরে মরহুম মোহাম্মদ আলী খানের বাসভবনে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে স্বজনরা দাবী করেছেন, রাজাকারের তালিকায় আসা মোহাম্মদ আলী খান ও আব্দুর রশিদ খান মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তাঁরা ৭১ সালে ৮ নম্বর সেক্টরের মেজর এম.এ.মঞ্জুর ও মেজর ওসমানের অধিনে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। নিয়েছেন ভারতে প্রশিক্ষণ।

সংবাদ সম্মেলনে আপন চাচাতো দু’ভাই সাফদাপুর বাজারের মৃত কোবাদ আলী খাঁনের ছেলে মরহুম মোহাম্মদ আলী খান ও মৃত গোলাম রহমান খাঁনের ছেলে আব্দুর রশিদ খাঁনের স্বজন ফিরোজা আলম, হামিদ খাঁন, হীরন খাঁন, এস কে ফয়েজ আহাম্মেদ রিয়ন, সিহাব উদ্দিন, মোহাম্মদ খালেদুজ্জামান, আবুল কালাম আজাদসহ তালিকায় আসা আরো ৫ ব্যক্তিসহ তাদের পরিবারের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

তালিকায় আসা বাকী ৫ জন হলেন- সাফদারপুর বাজার পাড়া এলাকার আক্কাচ আলী মন্ডল, আবুল হোসেন খোকন, সিরাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী ও সাফদারপুরের পার্শ্ববর্তী দোড়া ইউনিয়নের সুয়াদী গ্রামের সুলতান মোল্যা। আবুল হোসেন খোকন নামে সাড়ে ৩ বছরের এক শিশুকেও রাজাকারের তালিকায় আনা হয়েছে। ২০১৪ সালে করা পাসপোর্টে আবুল হোসেন খোকনের জন্ম তারিখ ১০ জুলাই ১৯৬৮। সে হিসাবে যুদ্ধকালীন সময়ে তার বয়স ছিল ৩ বছর ৫ মাস ২১ দিন। যার পাসপোর্ট নং- ইই০৪৩৮৬০০. তারিখ ১৬ই জুন ২০১৪।
তালিকায় আনা মোহাম্মদ আলী মিয়ার রয়েছে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের দেয়া সাময়িক সনদপত্র। এ সনদে তাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তালিকায় আসা আক্কাচ আলী মন্ডল ৯৬ সালে প্রথমবার আওয়ামীলীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার পর স্বপ্রণোদিত হয়ে সাফদারপুরে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার জন্য ৫ শতক জমি দান করেন। যার বর্তমান মূল্য কমপক্ষে ১৫ লক্ষ টাকা। বেনু মিয়া নামে এক বীর মুক্তিযোদ্ধাকেও এ তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তিনি ২০১৭ সালে মৃত্যু বরণের পর তাঁকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়।

এমনকি যথানিয়মে তার পরিবার রাষ্ট্র প্রদত্ত ভাতাসহ যাবতীয় সুবিধাদি ভোগ করছেন।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মোহাম্মদ আলী খান ও আব্দুর রশিদ খানের ভাগ্নে এস.কে ফয়েজ আহম্মেদ রিয়ন। লিখিত বক্তব্যে বলা হয় মোহাম্মদ আলী খান স্বাধীনতার পর বিপুল ভোট পেয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তাছাড়া যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি বৃহত্তর ১নং সাফদারপুর ওয়ার্ডের মেম্বর ছিলেন। যুদ্ধের সময় নিজ বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের রাত যাপনসহ সহায়তা দেওয়ার অভিযোগে হানাদার বাহিনী তাকে গ্রেফতার করে।

পরে বৃদ্ধ মায়ের আকুতিতে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। স্বজনদের দাবী সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করতে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে একটি মহল রাজাকারের তালিকায় দু’ভাইকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। যা আমাদের পরিবারকে হতাশা ও উদ্বেগের মধ্যে ফেলেছে। আমরা অনিয়ন্ত্রিত ও অশুদ্ধ তালিকা থেকে দু’ভাইসহ ৭ জনের নাম প্রত্যাহারের জন্য জোর দাবী জানাচ্ছি।
প্রসঙ্গত: মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত রাজাকারের তালিকায় কোটচাঁদপুর উপজেলায় ৪৬ জনের নাম এসেছে। এর মধ্যে সাফদারপুর ইউনিয়নেই ২২ জন।

[redacted]

[redacted]

আরো পড়ুন-এসএসসি পাসে ৮৬ জনকে চাকরি দিচ্ছে বিআরটিসি

ঝিনাইদহে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল পুন:মুল্যায়নের দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ২০১৯ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলে জালিয়াতিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও খাতা পুন:মুল্যায়নের দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

সোমবার সকালে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সামনে এ কর্মসূচী পালন করা হয়। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা অংশ নেয়।

এসময় তারা অভিযোগ করেন, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার খাতা উপজেলার মহেশপুরে পাঠানো হয়েছে যা ফাঁস হয়েছিল। এতে অসাধু শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের কম নাম্বার দিয়েছে।
এসময় তারা খাতা পুন:মুল্যায়নের দাবী জানান। পরে শিক্ষার্থীরা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট তাদের দাবী জানান।

মেপ্র/আরজেএম

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (2) [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

মাধ্যমে জেল দিতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের চলমান অভিযান অব্যাহত থাকবে। (চলবে)

মেপ্র/ইএম

সংবাদ প্রকাশের পর বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের কিছু টাকা পরিশোধ করলেন ইউএনও

মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর পল্লী বিদ্যুৎ বকেয়া বিলের দুই মাসের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করলেন উপজেলা নির্বাহি অফিসার।

মেহেরপুর গাংনী উপজেলা জোনাল অফিস পল্লী বিদ্যুৎ জোনাল অফিসের ডিজিএম নিরাপদ দাস দুই মাসের বিল পরিশোধ করেছে বলে জানিয়েছেন।

নিরাপদ আরো জানান গতকাল রবিবার বিকেলে গাংনী উপজেলা পরিষদ থেকে২০১৯ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরের বিল বাবদ ২২ হাজার একটি চেক গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, গতকাল রবিবারে দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার শিরোনামে উপজেলা গাংনী উপজেলা নিবার্হী অফিসারের কার্যালয় ও গাংনী পৌরসভার ৩০ লাখ টাকা বিদ্যুৎ বিল বকেয়া সংক্রান্ত একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আসলে তিনি বিল পরিশোধের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

মেপ্র/এমইএম

লিচুতলা ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে ফাইনাল খেলায় গাংনী ব্যাডমিন্টন ক্লাব জয়ী

মুজিবনগরে ছবিতলা ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে ফাইনাল খেলায় মেহেরপুর ব্যাডমিন্টন ক্লাবকে পরাজিত করে গাংনী ব্যাডমিন্টন ক্লাব জয়লাভ করেছে।

রবিবার রাতে লিচুতলা ব্যাডমিন্টন ক্লাবের আয়োজনে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

ফাইনাল খেলায় একদিকে মেহেরপুর ব্যাডমিন্টন ক্লাব ও অপরদিকে গাংনী ব্যাডমিন্টন ক্লাব মুখোমুখি হয়।

উক্ত খেলায় মেহেরপুর ব্যাডমিন্টন ক্লাবকে পরাজিত করে গাংনী ব্যাডমিন্টন ক্লাব জয়লাভ করেছে।

খেলায় প্রথম পর্যায়ে মেহেরপুরকে হারিয়ে গাংনী ব্যাডমিন্টন ক্লাব একটি গেমে এগিয়ে আসে। পরবর্তিতে গাংনী ব্যাডমিন্টন ক্লাবকে হারিয়ে মেহেরপুর ব্যাডমিন্টন ক্লাব সমতায় আনে। কিন্তু তৃতীয় খেলায় মেহেরপুর ব্যাডমিন্টন ক্লাবকে আবারো পরাজিত করে গাংনী ব্যাডমিন্টন ক্লাব বিজয় লাভ করে।

এ সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম, মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন, দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারমান তৌফিকুল বারী বকুল, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান মফিজ, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার কুন্ডুসহ উৎসক জনতা শেষ পর্যন্ত খেলাটি উপভোগ করেন।

খেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার তুলে দেওয়া হয়।

পুরষ্কার হিসাবে বিজয়ীদেরকে দেওয়া হয় ১০ হাজার টাকা ও রানার্সআপ দলকে দেওয়া হয় ৬ হাজার টাকা।

মেপ্র/ আরপি

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আহতদের মধ্যে মা রুপালি খাতুনকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে এবং ছেলে ফয়সালকে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

শনিবার রাতে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিরামপুর গ্রামের সার্থক আলী তার স্ত্রী রুপালী এবং ছেলে ফয়সাল নিয়ে মোটরসাইকেল যোগে মেহেরপুর আসিছেলন।

আসার পথে গোভিপুর গ্রামে বিপরীত দিক থেকে আাসা একটি আলগা মনের এর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে এতে রুপালী ও তার ছেলে ফয়সাল আহত হয়। তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ছেলে ফয়সালের আবস্থা গুরতর হওয়ায় তাকে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

মেপ্র/এমইএম

আরো পড়ুর: গাংনী ইউএনও কার্যালয় ও পৌরসভার বিদ্যুৎ বিল বাকি ৩০ লাখ টাকা

গাংনীর পল্লী থেকে ৪শ’২৬ বোতল ফেন্সিডিল সহ দু’মাদক ব্যবসায়ী আটক